রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, আগষ্ট ১৭, ১৯৯৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৭ ই আগষ্ট ১৯৯৬/ ২রা ভাদ্র ১৪০৩

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৪ই আগষ্ট, ১৯৯৬ (৩০শে শ্রাবণ, ১৪০৩) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ-

১৯৯৬ সনের ১১ নং আইন

বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিটিউট স্থাপনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিটিউট নামে একটি ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা**।- (১) এই আইন বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিটিউট আইন, ১৯৯৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৩ মোতাবেক ২রা জুন, ১৯৯৬ তারিখে বলবৎ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "ইনষ্টিটিউট" অর্থ এই আইনের অধীন স্থাপিত বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিটিউট;

(খ) "চেয়ারম্যান" অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(গ) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

(ঘ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;
(ঙ) "বোর্ড" অর্থ ইনষ্টিটিউটের পরিচালনা বোর্ড;
(চ) "মহা-পরিচালক" অর্থ ইনষ্টিটিউটের মহা-পরিচালক;
(ছ) "সদস্য" অর্থ বোর্ডের সদস্য।

৩। **ইনষ্টিটিউট স্থাপন**।- (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর যতশীঘ্র সম্ভব সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিটিউট নামে একটি ইনষ্টিটিউট স্থাপন করিবে।

(২) ইনষ্টিটিউট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার এবং হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পরিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা করা যাইবে।

৪। **ইনষ্টিটিউটের প্রধান কার্যালয়**।- ইনষ্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় পাবনা জেলার ঈশ্বরদীতে থাকিবে এবং ইহা প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, যে কোন স্থানে শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। **ইনষ্টিটিউট পরিচালনা**।- ইনষ্টিটিউট পরিচালনা ও ইহার প্রশাসন একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ইনষ্টিটিউট যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে পরিচালনা বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

৬। **পরিচালনা বোর্ড**।- (১) পরিচালনা বোর্ড নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা ঃ--

(ক) কৃষি মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;
(খ) জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন সংসদ-সদস্য;
(গ) কৃষি মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব;
(ঘ) অর্থ বিভাগের সচিব;
(ঙ) শিল্প মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব;
(চ) পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি উইং এর দায়িত্বে নিয়োজিত সদস্য;
(ছ) বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর বা তাহার মনোনীত প্রতিনিধি;
(জ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী ভাইস-চেয়ারম্যান বা তাহার মনোনীত প্রতিনিধি;
(ঝ) বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থার চেয়ারম্যান বা তাহার মনোনীত প্রতিনিধি;
(ঞ) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক;
(ট) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটের মহা-পরিচালক;

(ঠ) সরকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন কৃষি বিজ্ঞানী;

(ড) সরকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন বীজ চাষী;

(ঢ) ইনষ্টিটিউটের মহা-পরিচালক, যিনি উহার সচিবও হইবেন।

৭। **ইনষ্টিটিউটের কার্যাবলী**।- ইনষ্টিটিউটের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ-

(ক) চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদন উপযোগী শর্করা সমৃদ্ধ ফসল বা গাছের উৎপাদন কর্মসূচী প্রণয়ন করা;

(খ) চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদনের লক্ষ্যে অন্যান্য প্রযুক্তি ও কলাকৌশল উদ্ভাবন করা;

(গ) ইক্ষুভিত্তিক খামার তৈরীর উপর গবেষণা করা এবং উহার অর্থনৈতিক সুবিধা চিহ্নিত করা;

(ঘ) চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদন উপযোগী শর্করা সমৃদ্ধ ফসল বা গাছের ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কে ব্যবস্থা করা;

(ঙ) বিভিন্ন রকমের ইক্ষুর জাত সংগ্রহ করিয়া জার্মপ্লাজম ব্যাংক গড়িয়া তোলা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(চ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বিদেশী ও আন্তর্জাতিক গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সহিত ইক্ষু বিষয়ক যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করা;

(ছ) ইক্ষু উন্নয়ন ক্ষেত্রে গবেষণায় নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে সহযোগিতা করা;

(জ) ইনষ্টিটিউটের গবেষণালব্ধ ফলাফল ও সুপারিশের ভিত্তিতে সাময়িকী ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা;

(ঝ) সরকারের ইক্ষুনীতি নির্ধারণে সাহায্য করা এবং ইক্ষু সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান করা;

(ঞ) ইক্ষু চাষীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

(ট) উপরি-উক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৮। **বোর্ডের সভা**।- (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ডের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে, তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি দুই মাসে বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) বোর্ডের সকল সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণের দ্বারা নির্বাচিত কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

৯। **কমিটি**।- বোর্ড উহার দায়িত্ব পালনে উহাকে সহায়তা দানের জন্য এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

১০। ইনষ্টিটিউটের তহবিল।- (১) ইনষ্টিটিউটের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা :-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ও অন্যান্য সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ;

(গ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, কোম্পানী বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বিদেশী রাষ্ট্র বা সংস্থা হইতে প্রাপ্ত সাহায্য বা গৃহীত ঋণ;

(ঙ) ইনষ্টিটিউটের সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ;

(চ) অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

১১। মহা-পরিচালক।- (১) ইনষ্টিটিউটের একজন মহা-পরিচালক থাকিবেন।

(২) মহা-পরিচারক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরকৃত হইবে।

(৩) মহা-পরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে মহা-পরিচালক তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত মহা-পরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা মহা-পরিচালক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি মহা-পরিচালকরূপে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) মহা-পরিচালক ইনষ্টিটিউটের সার্বক্ষণিক মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি-

(ক) বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন;

(খ) বোর্ডের নির্দেশ মোতাবেক ইনষ্টিটিউটের অন্যান্য কার্য সম্পাদন করিবেন।

১২। কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ।- ইনষ্টিটিউট উহার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৩। বার্ষিক বাজেট বিবরণী।- ইনষ্টিটিউট প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে ইনষ্টিটিউটের কি পরিমান অর্থের প্রয়োজন উহার উল্লেখ থাকিবে।

১৪। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।- (১) ইনষ্টিটিউট যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর ইনষ্টিটিউটের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও ইনষ্টিটিউটের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ইনষ্টিটিউটের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং ইনষ্টিটিউটের যে কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পরিবেন।

১৫। প্রতিবেদন।- (১) প্রতি অর্থ বৎসর শেষ হইবার সংগে সংগে ইনষ্টিটিউট উক্ত বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলী খতিয়ান সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার প্রয়োজনমত ইনষ্টিটিউটের নিকট হইতে যে কোন সময় উহার যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন বা বিবরণী আহ্বান করিতে পারিবে এবং ইনষ্টিটিউট উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৬। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ।- এই আইন কোন বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্থ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য বোর্ড, চেয়ারম্যান, সদস্য, মহা-পরিচালক বা ইনষ্টিটিউটের অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন প্রকার আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

১৭। ক্ষমতা অর্পণ।- বোর্ড উহার যে কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট শর্তে চেয়ারম্যান বা অন্য কোন সদস্য বা মহা-পরিচালক বা ইনষ্টিটিউটের অন্য কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

১৮। ইনষ্টিটিউট দোকান ইত্যাদি হিসাবে গণ্য হইবে না।- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ইনষ্টিটিউট the Shops and Establishments Act, 1965 (E.P. Act VII of 1965). the Factories Act, 1965 (E.P. Act IV of 1965) ev the Industrial Relations Ordinance. 1969 (XXIII of 1969) এর তাৎপর্যাধীন "shop"."commercial establishment", "Factory" বা "industry" হিসাবে গণ্য হইবে না।

১৯। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২০। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ইনষ্টিটিউট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা কোন বিধির সহিত আসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২১। ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটের বিলোপ ইত্যাদি।- ইনষ্টিটিউট স্থাপনের সংগে সংগে-

(ক) কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন বিদ্যমান ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, অতঃপর উক্ত সংস্থা বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উক্ত সংস্থার সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সুবিধাদি এবং স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ এবং অন্য সকল দাবী ও অধিকার ইনষ্টিটিউটে হস্তান্তরিত হইবে এবং ইনষ্টিটিউট উহার অধিকারী হইবে;

(গ) বিলুপ্ত হইবার পূর্বে উক্ত সংস্থার যে সকল ঋণ, দায় এবং দায়িত্ব ছিল তাহা ইনষ্টিটিউটের ঋণ, দায় এবং দায়িত্ব হইবে;

(ঘ) উক্ত সংস্থার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী ইনষ্টিটিউটে বদলী হইবেন এবং তাহারা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং এইরূপ বদলীর পূর্বে তাহারা যে শর্তে চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন, ইনষ্টিটিউট কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে তাহারা ইনষ্টিটিউটের চাকুরীতে নিয়োজিত থাকিবেন।

২২। রহিতকরণ ও হেফাজত।- (১) বাংলাদেশ ইক্ষু গাবেষণা ইনষ্টিটিউট অধ্যাদেশ, ১৯৯৬ (অধ্যাদেশ নং ২৩, ১৯৯৬) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

আবুল হাশেম
সচিব।

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মন্ত্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ আতোয়ার রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।